মডেল টেস্ট– ১৩

বিষয় : বাংলা

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; পূর্ণমান– ১০০

[দ্রষ্টব্য : দক্ষিন পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক।]

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১, ২, ৩ ও ৪ নম্বর ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ :

জগদীশচন্দ্র এক বছর ডাক্তারি পড়ার পর ১৮৮১ সালে ইংলন্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। এখান থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন তিনি। ১৮৮৫ সালে দেশে ফিরে এসে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে যোগ দেন। তখন দেশ ছিল পরাধীন। এ সময় একই পদে একজন ইংরেজ অধ্যাপক যে বেতন পেতেন ভারতীয়রা পেতেন তার তিন ভাগের দুই ভাগ। তিনি অস্থায়ীভাবে চাকরি করছিলেন বলে তাঁর বেতন আরও এক ভাগ কেটে নেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে তিনি দীর্ঘ তিন বছর বেতন না নিয়ে কর্তব্য পালন করেন। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার তাঁকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন। সকল বকেয়া পরিশোধ করে চাকরিতে স্থায়ী করেন তাঁকে। তখন থেকেই তিনি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু হয়ে ওঠেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করেন।

১। সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ : ১ × ৫ = ৫

(i) অনুচ্ছেদটিতে কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?

ⓚ স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ⓛ জয়নুল আবেদিন
ⓜ আব্দুল্লাহ আল-মুতি ⓝ কুদরত-ই-খুদা

(ii) একজন ইংরেজ অধ্যাপকের তুলনায় জগদীশচন্দ্র বসুর বেতন কত ছিল?

(ক) তিন ভাগের দুই ভাগ (খ) তিন ভাগের এক ভাগ
(গ) পুরোপুরি অর্ধেক (ঘ) এক-চতুর্থাংশ

(iii) ইংরেজদের তুলনায় ভারতীয় অধ্যাপকদের বেতন কম ছিল কেন?

(ক) শ্রেণিবৈষম্যের কারণে (খ) অযোগ্যতার কারণে
(গ) ইংরেজি না জানার জন্য (ঘ) অস্থায়ী চাকরির জন্য

(iv) জগদীশচন্দ্র বসু কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারি পড়তে যান?

(ক) অক্সফোর্ড (খ) হার্বার্ট
(গ) কেমব্রিজ (ঘ) ব্রিস্টল

(v) কোন বিশ্ববিদ্যালয় জগদীশচন্দ্র বসুকে ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে?

(ক) অক্সফোর্ড (খ) কেমব্রিজ
(গ) লন্ডন (ঘ) হার্বার্ট

২। নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখ : ১+২+২ = ৫

(ক) জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে কোন বিষয়ের অধ্যাপক পদে যোগ দেন?

(খ) জগদীশচন্দ্র বসুর মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা কোথা থেকে এবং কোন জার্নালে প্রকাশিত হয়?

(গ) জগদীশচন্দ্র বসুকে বিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি দেয় কে? কোন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে?

http://teachingbd.com

৩। প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থ লেখ : ১ × ৫ = ৫

(ক) পরাধীন; (খ) অধ্যাপক; (গ) প্রতিবাদ; (ঘ) কর্তব্য; (ঙ) কল্পকাহিনী।

৪। প্রদত্ত অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ : ৫

নিচের কবিতাংশ পড়ে ৫, ৬ ও ৭ নম্বর ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ :

প্রতি বছর ফেব্রুয়ারির একুশ যখন আসে
মন মাতানো প্রকৃতিটা মিটমিটিয়ে হাসে।
বন-বনানীর গাছপালা সব নতুন রূপে সাজে
রঙ-বেরঙের প্রজাপতির গুনগুনানি বাজে।
পলাশ বনে উড়তে থাকে ময়না-শ্যামা-টিয়ে
গাইতে থাকে ফিঙে-কোকিল একটানা শিস দিয়ে।
বইতে থাকে শান্ত বাতাস ঢেউ-তির-তির বিলে
দল বেঁধে সব উড়তে থাকে গাঙ চিলেরা মিলে।
আগুন ঝরা কৃষ্ণচূড়ায় দখিন হাওয়া এসে
চুম দিয়ে যায় আলতো করে মধুর ভালোবেসে।
ডাক দিয়ে যায় প্রভাতফেরি বীর শহিদের বেশে
মন চলে যায় হঠাৎ আমার দূর ফাগুনের দেশে।

৫। সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ : ১ × ৫ = ৫

(i) কবিতাংশে মূলত প্রকাশিত হয়েছে—
ক শহিদ দিবসের কথা
খ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসের কথা
গ স্বাধীনতা দিবসের কথা
ঘ বিজয় দিবসের কথা

(ii) কোনটির গায়ে অনেক রকম রং দেখা যায়?
ক ফিঙে
খ কোকিল
গ প্রজাপতি
ঘ কৃষ্ণচূড়া

(iii) কৃষ্ণচূড়ায় পরশ বুলিয়ে যায় কে?
ক প্রজাপতি
খ দখিন হাওয়া
গ কোকিল
ঘ শ্যামা

(iv) চিলেরা কীভাবে উড়ে বেড়ায়?
ক দলবদ্ধ হয়ে
খ একা একা
গ গুনগুনিয়ে
ঘ একটানা শিস দিয়ে

(v) 'বাতাস' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
ক আকাশ
খ পবন
গ অগ্নি
ঘ জল

Teachingbd.com

৬। নিচে কয়েকটি শব্দ এবং শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি বসিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর : ১ × ৫ = ৫

শব্দ	শব্দার্থ
গুনগুনানি	গুনগুন স্বর
শান্ত	ধীর-স্থির
আলতো	অত্যন্ত হালকাভাবে
দখিন হাওয়া	দক্ষিণ দিক থেকে আসা বাতাস
মধুর	মিষ্টি
চুম	চুম্বন

(ক) মা আমাকে ঘুমের মাঝে ——— করে টোকা দিলেন।

(খ) বউ কথা কও পাখি ——— সুরে ডাকে।

(গ) বসন্তকালে ——— বয়।

(ঘ) গরু খুব ——— প্রাণী।

(ঙ) ভ্রমরের ——— প্রকৃতিকে মুখরিত করে রেখেছে।

৭। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ : ৫ × ৩ = ১৫

(ক) একুশে ফেব্রুয়ারি গাছপালায় কী ধরনের পরিবর্তন দেখা দেয়? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

(খ) প্রভাতফেরি কাদের বেশে ডাক দিয়ে যায়? কেন? চারটি বাক্যে লেখ।

(গ) ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখে কৃষ্ণচূড়া গাছে কেমন সৌন্দর্য দেখা যায়? তা পাঁচটি বাক্যে লেখ।

৮। নিচের যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে দেখাও এবং বাক্যে প্রয়োগ কর : ২×৫=১০

(ক) ষ্প; (খ) জ্ঞ; (গ) স্ট; (ঘ) ক্ষ; (ঙ) ষ্ঠ।

৯। বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি পুনরায় লেখ : ৫

সাদা খাঁটি চমৎকার এক গেলাস খাবার জল নিয়ে দেখান দেখি যাতে গন্ধ নেই পোকা নেই কলেরার পোকা নেই ময়লা টয়লা কিচ্ছু নেই তা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখাঁন দেখি খুব বড় এক গেলাস ভর্তি জল নিয়ে দেখান তো

১০। এককথায় প্রকাশ কর : ১ × ৫ = ৫

(ক) গল্প-গুজব করার আসর

(খ) দেশের মুক্তির জন্য লড়ে যে সেনা

(গ) জয় লাভ করেছেন যিনি

(ঘ) নীল যে আকাশ

(ঙ) খ্যাতি লাভ করেছেন এমন

অথবা, নিচের বাক্যগুলোর ক্রিয়াপদের চলিত রূপ লেখ :

(ক) নরসিংদী দিয়ে বহিয়া গেছে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ।

Teachingbd.com

(খ) গ্রামের শ্রমিকরা দুটি লৌহপিণ্ড ফেলিয়া যান।

(গ) পাখিরা অসীম আকাশে উড়িয়া বেড়ায়।

(ঘ) কাজ করিলে পরিতাপ করতে হয় না।

(ঙ) বিশিষ্ট জনের বক্তৃতা পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়া থাকে।

১১। প্রদত্ত শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ : ১ × ৫ = ৫

(ক) গড়া; (খ) আগ্রহ; (গ) সরল; (ঘ) বাঙালি; (ঙ) বধূ।

অথবা, প্রদত্ত শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ :

(ক) সকাল; (খ) বিশ্বাস; (গ) রৌদ্র; (ঘ) ফাঁক; (ঙ) তট।

১২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ :

(ক) কবিতার লাইনগুলো পর পর সাজিয়ে লেখ : ৬

ইমদাদ হক কাল যা খেলেছে কমই তা নজরে পড়ে।
দর্শকদল ফিরিয়া চলিছে মহা-কলরব করে,
মেসের চাকর হয়রান হয় পায়েতে মালিশ মাখি,
ইমদাদ হক খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসে যে মেসের ঘরে।
সকালে সকলে দৈনিক খুলি মহা-আনন্দে পড়ে,
বেঘুম রাত্র কেটে যায় তার চিৎকার করি ডাকি।

(খ) কবিতাংশটুকু কোন কবিতার অংশ তা লেখ। ১

(গ) কবিতাটির কবির নাম কী? ১

(ঘ) প্রভাত বেলায় কবি কোথায় ছুটে যান? কেন যান? ২

১৩। মনে কর, তুমি জাহিদ সরওয়ার রিমন। তুমি বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের সদস্য হতে চাও। এখন প্রয়োজনীয় তথ্য দ্বারা নিচের ফরমটি পূরণ কর : ৫

বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র সদস্য ফরম- ২০১৬
নাম অন্তর্ভুক্তি ফরম

ছবি

(১) শিক্ষার্থীর নাম :

(২) পিতার নাম :

(৩) মাতার নাম :

(৪) বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম/সড়ক নং : ডাকঘর/মহল্লা :
উপজেলা : জেলা :

(৫) জন্ম তারিখ :

(৬) বিদ্যালয়ের নাম :

(৭) শ্রেণি : শাখা : রোল নং :

(৮) মোবাইল নং : .....

....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

http://teachingbd.com

১৪। মনে কর, তোমার নাম কমল/কমলা। তুমি রতনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়। তোমরা পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা টাঙ্গাইলের তাঁত শিল্প কারখানা পরিদর্শনে যেতে চাও। এ বিষয়ে অনুমতি ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান শিক্ষকের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখ। ৫

অথবা, মনে কর, তোমার নাম তমা। তোমার বন্ধুর নাম লিজা। এখন তোমার বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়ে তার কাছে একটি পত্র লেখ।

১৫। নিচের যেকোনো **একটি** বিষয় নিয়ে ২০০ শব্দের মধ্যে রচনা লেখ : ১০

(ক) আমাদের এই দেশ : সূচনা – অবস্থান ও আয়তন – বিভাগীয় শহর – প্রধান প্রধান নদনদী – জাতীয় প্রতীকসমূহ – জনসংখ্যা – স্বাধীনতা – ভাষা – রাজধানী – প্রকৃতি ও পরিবেশ – অর্থনৈতিক অবস্থা – উপসংহার।

(খ) বিজয় দিবস : ভূমিকা – ঐতিহাসিক পটভূমি – তাৎপর্য – উপসংহার।

(গ) বাংলাদেশের নদ-নদী : সূচনা – কৃষিকাজে নদীর গুরুত্ব – যোগাযোগে নদীর প্রভাব – বিদ্যুৎশক্তি ও খাদ্যের উৎস – জলবায়ুর উপর নদনদীর প্রভাব – উপসংহার।

(ঘ) আমার জীবনের লক্ষ্য : সূচনা – জীবনের মূল লক্ষ্য – কেন এই উদ্দেশ্য – কর্তব্য – উপসংহার।

মডেল টেস্ট - ১৩ এর উত্তরমালা

১। (i) ⓚ স্যার জগদীশচন্দ্র বসু; (ii) ⓚ তিন ভাগের দুই ভাগ; (iii) ⓚ শ্রেণিবৈষম্যের কারণে; (iv) ⓖ কেমব্রিজ; (v) ⓖ লন্ডন।

২। (ক) জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে যোগ দেন।

(খ) জগদীশচন্দ্র বসুর মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা লন্ডন থেকে রয়েল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়।

(গ) জগদীশচন্দ্র বসুকে বিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ইংরেজ সরকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে।

৩। (ক) অন্যের অধীন; (খ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পদবিশেষ; (গ) আপত্তি জানানো; (ঘ) করণীয়; (ঙ) যে কাহিনী কল্পনা করে লেখা হয়।

৪। একজন বিজ্ঞানীর কর্মজীবন ও তাঁর প্রতিবাদী চেতনার দিকটি অনুচ্ছেদে তুলে ধরা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত স্যার জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু জাতিতে ইংরেজ না হওয়ার কারণে তাঁর বেতন ইংরেজদের তুলনায় অনেক কম ছিল। আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগায় এর প্রতিবাদস্বরূপ তিনি তিন বছর বিনা বেতনে অধ্যাপনা করেন। পরবর্তীতে ইংরেজ সরকার তাঁকে স্বীকৃতি দিয়ে চাকুরি স্থায়ী করেন।

Teachingbd.com

৫। (i) ক শহিদ দিবসের কথা; (ii) গ প্রজাপতি; (iii) খ দখিন হাওয়া; (iv) ক দলবদ্ধ হয়ে; (v) খ পবন।

৬। (ক) আলতো; (খ) মধুর; (গ) দখিন হাওয়া; (ঘ) শান্ত; (ঙ) গুনগুনানি।

৭। (ক) একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রকৃতি মনমাতানো সৌন্দর্যে সেজে ওঠে। গাছপালা নতুন রূপে সজ্জিত হয়। শান্ত বাতাসে বিলের ঢেউ তির তির করে নাচে। কৃষ্ণচূড়া গাছে আগুনরঙা কৃষ্ণচূড়া ফুল ফোটে। দখিন হাওয়া ভালোবেসে তাকে আলতো করে ছুঁয়ে চলে যায়।

(খ) প্রভাতফেরি বীর শহিদদের বেশে ডাক দিয়ে যায়।
একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদদের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে প্রভাতফেরি ডাক দিয়ে যায়। ১৯৫২ সালের ২১এ ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাতীয় জীবনে এক তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এই দিন রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবিতে শহিদ হন সালাম, বরকত, শফিক, জব্বার ও নাম না জানা অনেকে। এই ভাষা শহিদদের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিতেই প্রভাতফেরি বীর শহিদের বেশে ডাক দিয়ে যায়।

(গ) ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখে কৃষ্ণচূড়া গাছে অপূর্ব সৌন্দর্য দেখা যায়। এ সময়ে কৃষ্ণচূড়া গাছ জুড়ে ফুটে থাকে টকটকে লাল ফুল। দেখে মনে হয় যেন কৃষ্ণচূড়া গাছ থেকে আগুন ঝরছে। এ সময় দখিনা হাওয়া এসে কৃষ্ণচূড়াকে আলতো করে দোলা দিয়ে যায়, যা আমাদের ভাষা শহিদদের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়।

৮।

প্রদত্ত যুক্তবর্ণ	বিভাজন	বাক্য
(ক) ষ্প	ষ্ + প	ওদের দুই বন্ধুর সম্পর্ক খুব ভালো।
(খ) জ্ঞ	জ্ + ঞ	অজ্ঞ লোকের কথায় কান দিও না।
(গ) স্ট	স্ + ট	ব্যাটসম্যান শচীন টেন্ডুলকারকে লিটল মাস্টার বলা হয়।
(ঘ) ক্ষ	ক্ + ষ	ভালো ক্রিকেটার হতে গেলে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।
(ঙ) ষ্ঠ	ষ্ + ঠ	নূর মোহম্মদ শেখ একজন বীরশ্রেষ্ঠ।

৯। সাজেশনস ও উত্তরমালার বিরামচিহ্ন অংশের ১৩ নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

১০। (ক) মজলিস; (খ) মুক্তিসেনা; (গ) জয়ী; (ঘ) নীলাকাশ; (ঙ) খ্যাতিমান।

অথবা, (ক) নরসিংদী দিয়ে বয়ে গেছে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ।
(খ) গ্রামের শ্রমিকরা দুটি লৌহপিণ্ড ফেলে যান।
(গ) পাখিরা অসীম আকাশে উড়ে বেড়ায়।
(ঘ) কাজ করলে পরিতাপ করতে হয় না।
(ঙ) বিশিষ্ট জনের বক্তৃতা পাণ্ডিত্যপূর্ণ হয়ে থাকে।

১১। (ক) ভাঙা; (খ) অনাগ্রহ; (গ) জটিল; (ঘ) অবাঙালি; (ঙ) বর।

অথবা, (ক) ভোর; (খ) আস্থা; (গ) রোদ; (ঘ) তফাত; (ঙ) কূল।

Teachingbd.com